প্রেস এপিলেট বোর্ড

পিএবি আপীল নং-১/২০১৬

জনাব মোঃ আবদুল খালেক লাভলু **আপীলকারী**
প্রকাশক ও সম্পাদক
দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন (প্রস্তাবিত)
৫৩ নং নয়াপল্টন
থানা ঃ পল্টন
ঢাকা-১০০০।

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, **প্রতিপক্ষ**
ঢাকা।

প্রেস এপিলেট বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম সদস্য।
৩। জনাব আকরাম হোসেন খান সদস্য।

আপীলকারীর পক্ষে ঃ আবদুল মালেক @ মশিউর মালেক, এ্যাডভোকেট।
প্রতিপক্ষে ঃ বেগম ফারহানা করিম, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।
শুনানীর তারিখ ঃ ২২/০৮/২০১৬ইং
রায়ের তারিখ ঃ ০৫/১০/২০১৬ইং

রায়

আপীলকারীর বক্তব্য ঃ

অত্র আপীলকারী একজন সাংবাদিক এবং তিনি বিগত ১৭ বছর যাবৎ সাংবাদিকতা পেশায় বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় নির্বাহী সম্পাদক ও সম্পাদক পদে সুনামের সহিত নিয়োজিত আছেন। তিনি বর্তমানে সাপ্তাহিক 'বিশ্ব মিডিয়া' এবং 'দৈনিক আওয়ার বাংলাদেশ' পত্রিকায় সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তন্মধ্যে বিগত ৮ (আট) বছর যাবত সাপ্তাহিক 'বিশ্ব মিডিয়া' প্রচারিত হচ্ছে এবং দৈনিক 'আওয়ার বাংলাদেশ' নামক পত্রিকাটি প্রচারিত হচ্ছে। তিনি বি.এ পাশ এবং সাংবাদিকতায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তিনি এশিয়ান জার্নালিষ্ট হিউম্যান রাইটস এন্ড কালচারাল ফাউন্ডেশন (এডহিকাফ) এর অধীনে তিন মাসব্যাপী রেডিও, প্রিন্ট মিডিয়া, অনলাইন ও টেলিভিশন সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন অব সার্ক (ওজাস) এর অধীনে ০৩ (তিন) মাসব্যাপী সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণপূর্বক সনদ প্রাপ্ত হন। তারপরে 'দৈনিক আজকের বিনোদন' আয়োজিত ০১ (এক) মাসব্যাপী সাংবাদিকতা ও টেলিভিশন সংবাদ উপস্থাপনা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ পূর্বক সনদ প্রাপ্ত হন।

চলমান পাতা ০২

সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে পুরষ্কার লাভ করেন। আপীলকারী 'দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকা প্রকাশের জন্য ফ্রেশ ঘোষণাপত্র ইং ০৪/০৯/২০১৩ তারিখ (ফরম-এ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবরে দাখিল করেন এবং উহার স্বপক্ষে অনুমতিপত্র পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্ত হন। অতঃপর আপীলকারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট সকল শর্ত পূরণ পূর্বক ছাপাখানা ও প্রকাশনা ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ আইন ১৯৭৩ এর ৭ ধারা মতে ফরম-বি পূরণ করে প্রমাণীকরণের জন্য উপস্থাপন করিলে প্রতিপক্ষ কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাতিত প্রমাণীকরণ অস্বীকার করায় আপীলকারী কোন প্রকার উপায়ান্তর না দেখে পি.এ.বি আপীল নং-০২/২০১৪ দায়ের করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ (Press Appellate Board) উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে নিম্নোক্ত আদেশ দান করেন। যাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

> *"উপরোক্ত অবস্থাধীনে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রস্তাবিত 'দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকাটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায় আপীলটির গুনাগুণ বিচার না করে বিষয়টি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর নিকট এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ন্যায় বিচারের স্বার্থে ফেরত পাঠানোই সমীচীন।*
>
> *অতএব, আপীলটি মঞ্জুর করা হলো এবং রেসপনডেন্ট ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এ রায়ের অনুলিপি পাওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীলকারীর পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা সত্যায়ন দরখাস্তটি নিস্পত্তি করার নির্দেশ দেয়া হলো।"*

আপীল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রাপ্তির পর ঢাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আপীলকারীর কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক আপীলকারীর দৈনিক অপরাধ পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা সত্যায়ন করার আবেদন ১২/০১/২০১৬ তারিখে না মঞ্জুর করে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ১২/০১/২০১৬ তারিখের আদেশে সংক্ষুব্দ হয়ে বর্তমান আপীলটি ১৬/০৫/২০১৬ তারিখে রুজু করেন।

রেসপনডেন্ট/প্রতিপক্ষের জবাব ঃ

মিস আপীলের হেতুবাদের ১-৭ নং দফার বক্তব্যসমূহ মিথ্যা, বানোয়াট, তথ্যাকতাপূর্ণ এবং আপীলকারীর মনগড়া বটে। আপীলকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত 'দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকাটির ঘোষণাপত্রের চলমান রয়েছে বিধায় আপীলটি খারিজযোগ্য। আপীলকারী বাস্তবে অপরাধ বিষয়ক পত্রিকায় কোন প্রকার প্রকাশনার কাজ বা যে কোন কাজই করেন নাই। তার সম্পাদিত এই জাতীয় কোন পত্রিকার কপি তিনি প্রতিপক্ষ বরাবর দাখিল করেন নাই। ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ১২(২)(জ) ধারায় সম্পাদকের যুক্তিসংগত শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে অথবা সাংবাদিকতায় তার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা রয়েছে মর্মে সন্তুষ্টি না হন তবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরণ করবেন না। উক্ত প্রস্তাবিত পত্রিকার জন্য এসবি ঢাকা পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় আবেদনকারী/ প্রকাশক ও সম্পাদক জনাব আব্দুল খালেক লাভলু সাপ্তাহিক বিশ্ব মিডিয়া পত্রিকায় দীর্ঘ ০৫ (পাঁচ) বছর ধরে সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কিন্তু প্রস্তাবিত 'দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকার নাম পর্যালোচনা করে দেখা যায় ইহা একটি অপরাধ বিষয়ক পত্রিকা।

চলমান পাতা ০৩

তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক আবেদনকারীর অপরাধ সংক্রান্ত কোন পত্রিকায়/সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা নাই মর্মে দেখা যায়। তাছাড়া আবেদনকারীর সাংবাদিকতা বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণের কাগজপত্র দাখিল করেননি।

তাই আইনতঃ ও ন্যাযতঃ বিবেচনায় আপীলটি খারিজযোগ্য। স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যমতে আবেদনকারী আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে থাকতে পারে মর্মে ও প্রতিপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় বিধায় আপীলকারীর আবেদন খারিজযোগ্য।

আপীলকারী কর্তৃক কোন অপরাধ বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনের বা প্রকাশনার কাজের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই বিধায় প্রতিপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তাহার নামে 'দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকার ঘোষণা সত্যায়ন করা হলে তিনি উক্ত পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে জনরোষ সৃষ্টি ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারেন বিধায় প্রতিপক্ষ আবেদন/ঘোষনা/প্রত্যয়নের/সত্যয়নের আবেদন না মঞ্জুর করেন।

আপীলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী কাজগপত্র উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন পত্রিকা প্রকাশের জন্য ফ্রেশ ঘোষণাপত্র তারিখ ০৪/০৯/২০১৩ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর বরাবরে দাখিল করেন এবং পুলিশ অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তবে রেসপনডেন্ট পক্ষের চাহিদা মোতাবেক এডিশনাল আই.জি (এস.বি) বিগত ইং ১১/১১/২০১৩ তারিখ এর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন, যাহাতে আপীলকারীর ঘোষণাপত্র সত্যায়নের পক্ষে মন্তব্যসহ আপীলকারী একজন বাংলাদেশ বি.এন.পির সমর্থক বলে মন্তব্য করে। উক্ত তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে রেসপনডেন্ট পুনরায় এস.বি'র নিকট ঘোষণাপত্র সত্যায়নের বিষয়ে মতামত চায়, যাহা সম্পূর্ণ বে-আইনী। রেসপনডেন্ট পক্ষ কোনভাবেই কাহারো মতামতের প্রেক্ষিতে ঘোষণাপত্র সত্যায়ন করিবেন না বরং আইন মোতাবেক ত্রুটি না থাকিলে রেসপনডেন্ট পক্ষ আপীলকারীর ঘোষণাপত্র সত্যায়ন করিতে আইনানুগভাবে বাধ্য। কিন্তু রেসপনডেন্ট পক্ষ বিগত ইং ১২/০১/২০১৬ তারিখ আপীলকারীর ঘোষণাপত্র সত্যায়নের আবেদন সম্পূর্ণ বিনা কারণে মিথ্যা অপবাদ প্রদান পূর্বক না মঞ্জুর করেন। উক্ত তর্কিত আদেশ বাতিল পূর্বক আপীলকারীর পক্ষে ঘোষণাপত্র সত্যায়নে আদেশ প্রদান একান্ত আবশ্যক।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারী একজন আওয়ামীলীগ সমর্থক এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য উক্ত বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছেন। কিন্তু পূর্বতন পত্রিকা সাপ্তাহিক বিশ্ব মিডিয়া পত্রিকার তদন্তকালে কোন রিপোর্টে পুলিশ কর্তৃক তাহার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য করে নাই। ঢাকাস্থ এস.বি কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার যাচাই বাছাই না করে আপীলকারীকে বি.এন.পি সমর্থক মর্মে মন্তব্য করেন। উক্ত বিরূপ বক্তব্য বিবেচনায় নিয়ে রেসপনডেন্ট তর্কিত আদেশটি প্রদান করেন। তাই রেসপনডেন্ট এর বিগত ইং ১২/০১/২০১৬ তারিখের তর্কিত আদেশটি বাতিল পূর্বক ঘোষণাপত্র সত্যায়নের আদেশ প্রদান করা একান্ত আবশ্যক বলে নিবেদন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে, আপীলকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনরূপ কাজে লিপ্ত নহেন বলে স্বীকৃত হয়। তাই, তর্কিত আদেশটি বাতিল করা প্রয়োজন। আপীলকারী বাংলাদেশ ফেডারেল জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এর একজন নেতা, যাহা আওয়ামী লীগ সমর্থিত এবং আপীলকারী বিগত ২০১৫ সালে বি.এফ.ইউ.জে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন।

চলমান পাতা ০৪

রেসপনডেন্ট এই বিষয়গুলি বিবেচনায় না নিয়ে বিতর্কিত আদেশ দ্বারা ঘোষণাপত্র সত্যায়ন থেকে বেআইনী ভাবে বিরত থাকেন। প্রতিপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী আপীলকারী ব্যাংক চালান ও ডিসির ব্যক্তিগত ফান্ডে ঘোষণাপত্র প্রদানের স্বার্থে ব্যাংকে টাকা জমা দেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ/রেসপনডেন্ট অজ্ঞাত কারণে বিগত ১২/০১/২০১৬ তারিখে আপীলকারীর ঘোষণাপত্র নামঞ্জুর করে আদেশ প্রদান করেন। তাই প্রতিপক্ষকে আপীলকারীর ঘোষণাপত্র সত্যায়নের জন্য আদেশ দান করা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞ আইনজীবী পরিশেষে ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তর্কিত বেআইনী আদেশখানা বাতিল করে আপীলকারীর ঘোষণাপত্র সত্যায়ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করার জন্য নিবেদন করেন।

ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পক্ষে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বেগম ফারজানা করিম আপীলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে নিবেদন করেন যে, আপীলটি তমাদিতে বারিত বিধায় উহা খারিজযোগ্য। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিএবি আপীল নং-২/২০১৪ এর আদেশ প্রাপ্ত হয়ে বিগত ১২/০১/২০১৬ইং তারিখে আইনানুগভাবে আপীলকারীর দরখাস্তখানা না-মঞ্জুর করেছেন। আপীলকারী বাস্তবে অপরাধ বিষয়ক পত্রিকার কোন প্রকার প্রকাশনার কাজ বা যেকোন প্রকাশনার কাজ করেন নাই এবং তার সম্পাদীত জাতীয় কোন পত্রিকার কপি তিনি দাখিল করেন নাই। তিনি ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা এবং নিবন্ধিকরণ) আইনের ১২(২)(a) ধারা উদ্বৃতি দিয়ে নিবেদন করেন যে, সম্পাদকের যুক্তিসংগত শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে অথবা সাংবাদিকতায় দরখাস্তকারীর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা রয়েছে মর্মে সন্তুষ্টি না হন তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণাপত্র সত্যায়ন করবেন না। বর্তমান ক্ষেত্রে দরখাস্তকারী তাঁর এমন অভিজ্ঞতা আছে মর্মে প্রমাণ করতে পারেন নাই। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, প্রস্তাবিত 'দৈনিক অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকার নাম পর্যালোচনা করে দেখা যায় ইহা একটি অপরাধ বিষয়ক পত্রিকা, কিন্তু আবেদনকারীর অপরাধ সংক্রান্ত কোন পত্রিকা/ সংস্থার কাজে অভিজ্ঞতা নেই। তাই আইনতঃ ও ন্যায় বিবেচনায় আপীলটি খারিজ করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, দরখাস্তের সাথে কাগজপত্রের গুনাগুণ এবং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি বিবেচনা করে দেখা যায় যে, আপীলকারীর অপরাধ বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনের বা প্রকাশনার কাজের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে মর্মে প্রমাণ করতে পারে নাই বিধায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্তকারীর নামে দৈনিক "অপরাধ প্রতিদিন" পত্রিকার সত্যায়নের আবেদন না-মঞ্জুর করেন। এতে কোন রকম বেআইনী হয়নি বিধায় আপীলটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

উভয়পক্ষের উত্থাপিত যুক্তিতর্ক বিবেচনা করা হলো। আপীলকারীর আপীল দরখাস্ত ও রেসপনডেন্ট কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব এবং ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি পর্যালোচনা করা গেল।

বিশেষ করে ১২(২) এর বিভিন্ন উপধারা গুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ম্যাজিস্ট্রেট উপধারায় বর্ণিত মতে দরখাস্তকারী সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ না করতে পারলে তিনি ঘোষণা পত্রটি প্রমাণীকরণ করবে না। আপীলকারীর দাখিলি কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপীলকারী দৈনিক 'আওয়ার বাংলাদেশ' পত্রিকায় সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু উল্লেখিত পত্রিকাটি ম্যাজিস্ট্রেট বা আপীল দরখাস্তের সাথে দাখিল করেন নাই। তদোপরি আবেদনকারীর অপরাধ সংক্রান্ত কোন পত্রিকায়/সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা আছে মর্মেও কোন প্রমাণপত্র দাখিল করেন নাই।

চলমান পাতা ০৫

আপীলকারী সাপ্তাহিক বিশ্ব মিডিয়া পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কথা স্বীকৃত। তাঁর দাখিলকৃত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। দাখিলকৃত ১৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখের পত্রিকাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার ব্যাপারে কোন খবর/প্রতিবেদন প্রচার করেননি। এই দিবসটিতে জাতি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শোক পালন করে থাকে। কিন্তু বিস্ময়কর হলো সাপ্তাহিক 'বিশ্ব মিডিয়া' কেন নীরব ভূমিকা পালন করল, তা বোধগম্য নয়। তিনি সেই তারিখে লিড নিউজ করেছেন "বিরোধী দলীয় নেতাদের মামলা চাঙ্গা"।

১৫/০৮/২০১৩ তারিখে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লিখেছেন,"শিক্ষা আইন নিয়ে আরও ভাবতে হবে"- কিন্তু ভিতরে লিখেছেন,

> *"তড়িঘরি করে বিতর্কিত শিক্ষানীতির আলোকে 'শিক্ষা আইন ২০১৩' করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ধর্মহীন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে সর্বমহল থেকেই। শুরু থেকেই প্রতিবাদ করে আসছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী ও ইসলামপ্রিয় দেশের ৯৭ ভাগ মুসলমান। তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাবনাও সরকারের কাছে দেয়া হয়। এসব দাবী ও সংশোধনীর প্রতি কোন তোয়াক্কাই করেনি সরকার। উল্টো এখন তা আইনে পরিণত করা হচ্ছে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগ মুহূর্তে খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর মতামত দেয়ার সময় শেষ হলো।" (আংশিক)*

সম্পূর্ণ সম্পাদকীয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার বক্তব্যে তিনি একটি বিশেষ সম্প্রদায় এর স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তিনি কিন্তু উক্ত সম্পাদকীয়তে ভুল তথ্যও দিয়েছেন। শিক্ষা আইন সম্পর্কে সম্পাদকীয় লেখা কোন দোষের নয়। শিক্ষা আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যে সমস্ত তথ্য এবং মন্তব্য করেছেন তাতে প্রচলিত আইন এবং কাউন্সিল এর অনুসরণীয় আচরণবিধি লংঘিত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সনদপত্রগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তিনি সরকারের কোন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান যেমন- পিআইবি/ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নাই।

কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য এখানে বিবেচনার বিষয় নয়। বিবেচনা করতে হবে দরখাস্তকারীর দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা এবং দরখাস্তকারীর রাষ্ট্রের এবং সংবিধানের প্রতি আনুগত্য আছে কিনা।

পক্ষগণের যুক্তিতর্ক, দাখিলী কাগজপত্র, আইনের বিধি বিধান এবং তর্কিত আদেশটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, দৈনিক 'অপরাধ প্রতিদিন' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা সত্যায়ন করার আবেদন না-মঞ্জুর করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনগত কোন ভুল করে নাই। সুতরাং, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশ বাতিল করার কোন অবকাশ নাই।

চলমান পাতা ০৬

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আপীলটি না মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। ফলে আপীলটি না-মঞ্জুর করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-
(আকরাম হোসেন খান)
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-
(জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম)
সদস্য